লিপি
শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ১ ডিসেম্বর ২০১৭
Siliguri•Friday•December 1, 2017
Arthik Lipi, page 7



# পুরপ্রধান খুন ঃ ধৃতদের ১৪দিন পুলিশ হেফাজত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ** হুগলির ভদ্রেশ্বর পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায় খুনে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে বৃহস্পতিবার চন্দননগর আদালতে বিক্ষোভ দেখালেন পুরপ্রধানের অনুগামী থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষ। ঘটনার পর থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফুঁসছিল এলাকাবাসী। তাই এদিন আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মজুত রাখা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। বিক্ষোভকারীরা অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছাতে না পারলেও অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে পোস্টার হাতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এমনকি আদালতের এস সি জে এম জয়শঙ্কর রায়ের এজলাস থেকে বের করে পুলিশ ভ্যানে তুলে আদালত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। বেশ কয়েকজন পুরপ্রধানের অনুগামী এবং এলাকার সাধারণ মানুষ পুলিশের বেড়া ডিঙিয়ে পুলিশ ভ্যানের উপর লাথি,চড়, ঘুষি মারতে শুরু করে। তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, যাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত তাদের পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন আদালতে ৭ অভিযুক্তকে প্রায় ২০ মিনিট ধরে আলাদা আলাদাভাবে জেরা করেন বিচারক। এমনকি বিচারক অভিযুক্তদের পক্ষে কোনও আইনজীবী আছেন কিনা তাও জানতে চান। সেই সময় অভিযুক্তরা তাদের কোনও

আইনজীবী নেই জানানোয় বিচারক লিগাল এডের পক্ষে তাদের আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দেন। এরপর লিগাল এডের পক্ষে আইনজীবী রবীন মণ্ডল অভিযুক্তদের হয়ে ওকালতনামা জমা করেন। সেই বিচারক অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী রবীনবাবুকে তাদের হয়ে সওয়াল করতে বা জামিনের আবেদন জানাবেন কিনা তা জানতে চান। সেই সময় রবীনবাবু জামিনের আবেদন না জানালেও শুধু পুলিশের পক্ষে চাওয়া ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের সময় কমানোর জন্য আবেদন জানান। কিন্তু সরকারি আইনজীবী তার বিরোধিতা করে বলেন, এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ, ঘটনার পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য সময়ের প্রয়োজন। দুই পক্ষের সওয়াল শুনে চন্দননগর আদালতের এসিজেএম জয়শঙ্কর রায় বলেন, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর হওয়ায় পুলিশকে তাদের কাজের সময় দিতে হবে। পাশাপাশি তিনি পুলিশের আবেদন মেনে নিয়ে ধৃত ৭অভিযুক্তকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে এদিন চুঁচুড়া থানা থেকে ৭ অভিযুক্তকে চন্দননগর আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কশিনার অজয় কুমার বলেন, আপাতত সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও অনেক কিছুই জানার বাকি আছে। সে কারণে বিচারকের কাছে পুলিশের পক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর জন্য ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে। যদিও খুনের মোটিভ সম্পর্কে এখনও কিছু না জানা গেলেও ভদ্রেশ্বর পুরসভার নির্দল কাউন্সিলর রাজু সাউয়ের সরাসরি জড়িত থাকার তথ্য সামনে এসেছে। পাশাপাশি প্রাথমিক জেরায় আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। ধৃতদের দেওয়া তথ্য যাচাই করে দেখার কাজ চলছে। পুলিশের আশা আগামী সময়ে জেরায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে, নির্দল কাউন্সিলর রাজু সাউয়ের সামনেই গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়কে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ৭নং ওয়ার্ডে খাটাল উচ্ছেদ ঘিরেই মনোজ উপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজু সাউয়ের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তদন্তকারীদের দাবি, বুধবার জেরার মুখে ধৃতরা জানায় রীতিমতো পরিকল্পনা করেই খুন করা হয় ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধানকে। গত ২১ নভেম্বর রাতে বাড়ির কাছে রাস্তায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন পুরপ্রধান। মঙ্গলবার রাত থেকে পুলিশ দুষ্কৃতীদের সম্ভাব্য ডেরায় হানা দিলেও কাউকে ধরতে পারছিল না। অবশেষে সোমবার রাতে সাফল্য মেলে। পুলিশের দাবি, ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, একসময় তাদের সঙ্গে পুরপ্রধানের ভালো সম্পর্ক ছিল। তাদের সৎ পথে রোজগারের ব্যবস্থা করতে পুরপ্রধান স্থানীয় একটি জুট মিলে কাজের বরাতও পাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবকদের কাজকর্মে ইদানীং পুরপ্রধান খুশি ছিলেন না। তাই গত কয়েক মাস ধরেই পুরপ্রধানের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়। ২১ তারিখ পুরপ্রধানকে খুনের আগেই তারা পরিকল্পনার ছক কষে নিয়েছিল। ফলে পরিকল্পনা মতো পুরপ্রধানকে খুনের পরেই সবাই ভিন রাজ্যে গা ঢাকা দেয়। তবে ধৃতদের দাবি কতটা সত্যি বা তাদের পিছনে অন্য কোনও বড় মাথা কাজ করছে কিনা কিম্বা ধৃতরা কাউকে আড়াল করতে চাইছে কিনা সেই সবদিকও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আপাতত পুরপ্রধান খুনে মোট ৮জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে একজন পালিয়ে গিয়েছে এবং সে এ রাজ্যের নয়। সেই ব্যক্তি সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং সেই-ই ধৃতদের বারানসীতে থাকার ব্যবস্থা করেছিল বলে পুলিশের অনুমান। তার খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে জানা গেছে। তবে তদন্তকারীদের এখন মূল টার্গেট নির্দল কাউন্সিলর রাজু সাউ। পুলিশের দাবি, পুরপ্রধানের খুনের ঘটনায় পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে রহস্য এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই রহস্যের উন্মোচন ঘটবে।

## মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ** এক মহিলা ও তাঁর স্বামীকে মারধর করার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন খানাকুলের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রমেশ দোলুই। বুধবার রাতে খানাকুল গড়েরঘাট এলাকায় রমেশ দোলুইকে বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করে খানাকুল থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপাক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, ওই এলাকার এক গৃহবধূ ও এক ভিলেজ পুলিশের বিরুদ্ধে এলাকায় মধুচক্র চালানোর অভিযোগ তুলে বেশ কয়েকদিন আগে তাঁদের মারধর করা হয়। ওই ঘটনার পর থেকেই ওই গৃহবধূ বাড়িছাড়া ছিলেন। এর জেরে বুধবার সকালে গড়েরঘাটের বাড়ি থেকে মালপত্র আনার জন্য ওই গৃহবধূ ও তাঁর স্বামী যান। তখনই রমেশ দোলুই তাঁর দলবল নিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। যদিও মারধরের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে রমেশবাবু বলেন, কোনও মারধর করা হয়নি। ওই মহিলা নিরীহ মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্যায় ফেলছেন। মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এদিকে ঘটনার দিনই খানাকুল থানায় সমস্ত কথা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন রাতেই অভিযুক্ত ওই তৃণমূলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

অন্যদিকে অভিযুক্তের আইনজীবী বিকাশ রায় জানান, রমেশবাবুকে পুলিশ হেফাজতে মারধর করা হয়েছে। এদিন আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক তা দেখেছেন। বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত খানাকুল থানার ভিতর ও বাইরের সিসিটিভি ফুটেজ জমা দিতে। এছাড়াও রমেশবাবুকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁর মেডিকেল রিপোর্ট ৪ ডিসেম্বর জমা দিতে বলেছেন।

## মেয়েকে ধর্ষণ, বাবার যাবজ্জীবন সাজা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ** গত বছরের অক্টোবর মাসে হুগলির চন্দননগর থানার অন্তর্গত মহাডাঙ্গা মহিলা সমিতি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মলয় রায় নামে একজন অভিযুক্ত তার নিজের ১৪ বৎসরের মেয়েকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী। এই অভিযোগ পেয়ে চন্দননগর থানার পুলিশ মলয় রায়কে গ্রেফতার করে প্রায় এক বৎসরের মাথায় বিচার প্রক্রিয়া চলার পর বৃহস্পতিবার চন্দননগর আদালতের এডিজে বিচারপতি বিমল কান্তি বেরা অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা ও ২ হাজার টাকা জরিমানা করে এবং অনাদায়ে আরও দুই মাসের জেল হাজতের সাজার আদেশ দেন। এই ঘটনার সরকারি উকিল প্রবন চক্রবর্তী জানান, বাবা তার নিজের মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তার জন্য বিচারপতি এই সাজা দিয়েছেন। অন্যদিকে অভিযুক্ত মলয় রায় বিচারপতির কাছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন,হুজুর আমাকে ক্ষমা করে দিন।

## ৯ দফা দাবিতে বিজেপির স্মারকলিপি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ** বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে হুগলির আরামবাগ মহকুমার প্রতিটি ব্লকে এক ডেপুটেশন কর্মসূচী পালিত হয়। মূলত ৯ দফা দাবিতে এই কর্মসূচী বলে বিজেপি সূত্রে জানা গেছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ, ফসলের ন্যায্য দাম, ১০০দিনের কাজের স্বচ্ছতা, প্রত্যেক গরিব মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ইত্যাদি। গোঘাট ১নং ব্লকে এর নেতৃত্বে দেন বিজেপি নেতা বিপ্লব কোনার, সুদীপ্ত পান, তারক সাউ প্রমুখ। যদিও এদিন এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা বিডিও অফিসে চড়াও হয়ে তাঁদের কয়েকজন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে তাঁরা রেহাই পান না। পরে পুলিশি ঘেরাটোপে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি পাঠানো হয়। অন্যদিকে পুরশুড়া ব্লকে বিজেপি নেতা কর্মীদের ডেপুটেশনে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে।

# জমিতে জল-কাদা, আশঙ্কায় আলুচাষীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ** এখনও কোনও জমিতে জল দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোনও জমিতে কাদা। হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বহু চাষের জমিতেই এমনই অবস্থা। ফলে মাঠ থেকে সব ধান এখনও তোলা যায়নি। সেই কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তাই কবে যে আলু বসানো হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন চাষীরা। বেশ কিছু জমিতে এবার যে আলু চাষ করা সম্ভব নয় তাও তাঁরা বুঝে গেছেন। যদিও উঁচু জমিগুলিতে আলু বসানোর কাজ দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে। মহকুমার ৬টি ব্লকেই একই ছবি। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পুরশুড়া ব্লকে। এই ব্লকের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই বহু জমি এখনও আলু চাষের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাই চাষীদের মাথায় হাত। পুরশুড়ার ডিহিবাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসুলপুর গ্রামের অনুপ মণ্ডল জানালেন, তাঁদের সাড়ে তিন বিঘা জমি। দুবিঘা জমি অনেক উঁচুতে থাকায় সেখানে

চন্দ্রমুখী আলু বসাচ্ছেন। কিন্তু বাকি জমি কবে চাষের উপযুক্ত হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর ধারনা ২০ দিনের আগে ওই জমিতে আলু বসানো যাবে না। তাই তাঁর বক্তব্য, এত দেরিতে আলু বসিয়ে কোনও লাভ নেই। ফলন একেবারেই কম হবে। এমনিতেই আলু চাষ খুবই ঝুঁকির। তার উপর দেরিতে বসানো মানে সেই ঝুঁকি আরও বেড়ে যাবে। তিনি জানালেন, তাঁর চার কাঠা জমিতে এখনও এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই জমিটিতে ধান চাষ করতে পারেননি। অথচ প্রত্যেক বছরই ওই জমিতে ধানের পাশপাশি আলুও চাষ করে থাকেন। প্রায় একই কথা শোনালেন,ওই গ্রামেরই লাল্টু গুছাইত। তিনি ৮ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। কাদার জন্য চার বিঘা জমি এখনও ২০ দিনের আগে আলু বসানো যাবে না। ধান এই মাত্র কাটা হয়েছে। সেই কাজ চলছে। তিনি জানালেন, অন্যান্য সময় নভেম্বরের মধ্যেই সব আলু বসানো হয়ে যায়। কিন্তু এবার ১৫ ডিসেম্বরের আগে আলু বসানোর কাজই শুরু করা যাবে না। আর এক চাষী সমর গুছাইত জানালেন, তাঁর ৬ বিঘা জমিতে আলু থাকে। অনেক কষ্টে ২ বিঘা জমি শুকনোর কাজ চলছে। বাকি ৪ বিঘা শুকনো হতে ২৫ দিন লাগবে। পুরশুড়া কেলেপাড়া অঞ্চলের হরিণাখালির উত্তম ঢালিও একই কথা শোনালেন। তিনি জানালেন, গত বছর আলুতে সকলেই চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তারপর এবছর আবার জলের জন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে পুরশুড়া জুড়ে এবার আলু চাষ অনেকটা কমে যাবে। গত বছরের ক্ষতি এবং এবছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে আরামবাগ মহকুমার বেশিরভাগ চাষীই এখন আলু চাষের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

## চন্দননগরে ৪ নাবালিকা উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ** বুধবার রাতে হুগলির চন্দননগর স্ট্যান্ডরোডে থেকে চার নাবালিকাকে উদ্ধার করল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন চন্দননগর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই চারজন বলাগড় থানা এলাকার ইলছোড়া এলাকার একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বলাগড় থেকে ট্রেনে করে তারা চন্দননগরে পৌঁছায়। সেখানে একটি হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে আরও একজনের জন্য স্ট্যান্ড রোডে অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে মুম্বাই পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষের সন্দেহ হয় ওই ছাত্রীদের দেখে। এরপর পুলিশ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জানতে পারে তারা একজনের সঙ্গে মুম্বাই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। পরে পুলিশ ওই চার নাবালিকাকে তাদের পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেয়। নাবালিকার এক আত্মীয় জানান, এদের না পেয়ে হুগলির বলাগড় থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন।

## গোঘাট ১নং ব্লকে বিদ্যুৎ পরিষেবা মেলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ** হুগলির গোঘাট ১নং ব্লকের নকুণ্ডা গ্রামে এই ব্লকের বিদ্যুৎদপ্তরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সারাদিনব্যাপী এক বিদ্যুৎ পরিষেবা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোঘাট ১নং ব্লক বিদ্যুৎদপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার মহম্মদ আশিক ইকবাল জানালেন, মানুষ যাতে হুকিং না করে এবং এর থেকে কি ধরনের অঘটন ঘটতে পারে সেই সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালকান্তি আলু, সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল, নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামলী ঘোষ, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎকর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক।

## রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ** রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম কাজলবরণ রায় (৫২)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের রঞ্জিতবাটী গ্রামে। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে। বুধবার সন্ধ্যায় পরিবারের কেউ যখন বাড়িতে ছিলেন না তখনই তিনি বাড়ির সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন। পরে পরিবারের লোক তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। এরপর খানাকুল থানার পুলিশ খবর পেয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল পাঠায়।

## কামারপুকুর কলেজে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সেমিনার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ** বৃহস্পতিবার হুগলির কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠে গোঘাট ২নং ব্লক প্রশাসন ও গোঘাট থানার উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং বিডিও অরিজিৎ দাস, গোঘাট থানার এস আই সোমনাথ দে, কলেজ পরিচালন সমিতির সম্পাদক জগবন্ধু ঘোষ, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। এই সচেতনতা শিবিরে রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের উপর কিছু তথ্যচিত্র দেখানো হয়। কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক সমর ঘোষ জানালেন, প্রত্যেক বাইক আরোহী ও চালকদের উচিত সরকারি নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো। না হলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

## মেরামতির জন্য ১২দিন বন্ধ গঙ্গার ঘাট

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ** হুগলির চন্দননগরের জগদ্দলের মধ্যে গঙ্গা পারাপারের ঘাটটি ৩০ নভেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ থাকবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পৌরনিগম সূত্রে জানা গেছে, ঘাট মেরামতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

## তারকেশ্বরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ** এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির হরিপালের অভিরামপুর এলাকায়। মৃতের নাম লক্ষীকান্ত ঘোষ (৩৫)। জানা গেছে, তাঁর খাদ্যনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটে। পরিবার সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎই লক্ষীকান্ত অস্বস্তি বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোক তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা শুরু করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন লক্ষীকান্ত। পরে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠায়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC

ইউনানী ও হার্বাল চিকিৎসাকেন্দ্র
জয় ক্লিনিক
মহিলা ও পুরুষের যে কোনও জটিল ও পুরাতন রোগ, স্ত্রীরোগ, যৌন রোগ, চর্মরোগ, গোপন রোগ, চেহারায় লাবণ্য, চুলের সমস্যা, রোগা থেকে মোটা ও মোটা থেকে রোগার সুচিকিৎসা করা হয়।
বিঃদ্রঃ– গোপনে মদ ছাড়াইবার ওষুধ দেওয়া হয়। ১০ দিনে পরিবর্তন।
ডাঃ এন কে রায়
ফোনে যোগাযোগ করুন ঃ
৯৪৩৩২৭৬১০৬/৭৫০১৩৩০২০৭/
কলিকাতা দমদম, আরামবাগ, হেড়িয়া, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর

কামারপুকুর আর্টমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থানঃ- কামারপুকুর কলেজ মাঠ তারিখঃ-৩১-শে ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৭ সময়ঃ- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর ভি.এস.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় ছাড়া ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১১টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 ✱ M- 9735195716